بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৯শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় রমযানের প্রেক্ষাপটে দোয়ার তাৎপর্য, দোয়া করার পদ্ধতি ও দোয়া কবুলিয়্যতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং জামাতে'র উন্নতি, ইয়েমেনের কারাবন্দী ও ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়ার আহ্বান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারা'র ১৮৭ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন,

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ.

অর্থ: **এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলো), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতটিকে রোযার বিধিনিষেধের সাথে রেখেছেন, বরং আমরা বলতে পারি এর মাঝখানে রেখেছেন যার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় যে, রমযান মাস এবং রোযা পালনের সাথে দোয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমান এ বিষয়ে খুব ভালোভাবে অবগত, তাই রমযানে বিশেষভাবে নামায, নফল, তাহাজ্জুদ এবং তারাবী প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের উপলব্ধি হলো, এ দিনগুলোতে খোদা তা'লার তাঁর বান্দার প্রতি বিশেষ ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। সাধারণ দিনগুলোতেও বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"আমি আমার বান্দার ধারণানুসারে তার সাথে আচরণ করে থাকি। কেউ যদি আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি। কেউ যদি আমাকে হৃদয়ে লালন করে তাহলে আমি আমার হৃদয়ে তাকে লালন করি। যদি সে কোনো সভায় আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও কোনো সভায় তাকে স্মরণ করি। আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।"**

কাজেই, সাধারণ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সাথে এরূপ আচরণ করে থাকেন আর যখন রমযান মাস শুরু হয়ে যায় যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার পানে অগ্রসর হওয়ার মাস, মানুষ সম্পূর্ণরূপে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে থাকে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা কতটা দয়ালু হবেন আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু শর্ত হলো, এসব বিষয় হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে হতে হবে। ঈমানে দৃঢ়চিত্ত হয়ে করতে হবে, হালকাভাবে বা লৌকিকতাবশে যেন করা না হয়।

পুনরায় স্বীয় বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার দয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং মহাসম্মানিত ও পরম দয়ালু। যখন বান্দা তাঁর সমীপে দু'হাত তোলে তখন তিনি তাকে রিক্তহস্তে এবং ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। নিষ্ঠার সাথে কৃত দোয়া তিনি কখনো উপেক্ষা করেন না, কবুল করেন।"** কাজেই, এ অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে মানুষ প্রার্থনা করে, খোদার দরবারে হাত তোলে। আর নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনার জন্য আবশ্যক হলো, পূববর্তী সকল পাপ থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকা এবং সত্যিকার তওবার অঙ্গীকার করে আল্লাহ্

তা'লার পানে অগ্রসর হওয়া। অতএব, কখনো কখনো আমরা তাড়াহুড়ো করে বলে বসি, আমরা দোয়া করেছি কিন্তু গৃহীত হয়নি। অথচ আমাদের নিজেদের অবস্থাকে খতিয়ে দেখি না যে, আমাদের হৃদয় কতটা নিষ্ঠাপূর্ণ। কতটা সততার সাথে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য অগ্রসর হচ্ছি। কীরূপ বিশুদ্ধচিত্তে আমরা পূর্ববর্তী সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে অনাগত সকল পাপ থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করছি।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোকের কথা বলেছেন যারা তাঁর প্রকৃত বান্দা। অতএব, আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করব তখনই আমরা তাঁর কাছ থেকে উত্তর পাবো। এরপর বলা হচ্ছে, **দোয়ার পাশাপাশি তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী পালন করতে হবে।** আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার এবং বান্দার সকল প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে। অনেক মানুষ খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে না কিন্তু নিজেদের চাহিদাপত্র উপস্থাপন করতে থাকে; এরপর যদি তাদের প্রার্থনা গৃহীত না হয় তাহলে বলে দেয়, আমার দোয়া কবুল হয়নি। এটি তো প্রকৃত বান্দার পরিচয় নয়। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা নিজেদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ **-এর অর্থ হলো, যদি প্রশ্ন করা হয়, খোদার সত্তা সম্পর্কে কীভাবে জ্ঞান লাভ করেছো? তখন এর উত্তর হলো, ইসলামের খোদা অতি নিকটে আছেন। যদি কেউ তাকে নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ডাকে তাহলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। অন্যান্য ফিরকা কিংবা ধর্মের খোদা (তাদের) নিকটে নন, বরং এতটা দূরে আছেন যে তাঁকে খুঁজে পাওয়াই ভার। বান্দা এবং উপাসনাকারীর উন্নত থেকে উন্নততর উদ্দেশ্য এটিই থাকে যে, সে খোদার নৈকট্য অর্জন করবে আর এটিই (এর) মাধ্যম যার ফলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়।** أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ **- এর অর্থও এটি যে, তিনি উত্তর প্রদান করেন, বোবা নন। এর বিপরীতে অন্য সব দলীল তুচ্ছ। বাক্যালাপ এমন এক বিষয় যা দর্শনের প্রতিবিম্বস্বরূপ।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেছেন, **"যখন আমার বান্দা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তখন বলো), আমি তার অতি নিকটে আছি, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা গ্রহণ করি যখন সে প্রার্থনা করে। অনেকে তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। অতএব, আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হলো, তুমি আমাকে ডাকো এবং আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে এর উত্তর প্রদান করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। যদি এটি বলো যে, আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু তিনি সাড়া দেন না— সেক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো! তুমি এক স্থানে দাঁড়িয়ে এরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকছ যে তোমার অনেক দূরে অবস্থান করছে আর তোমার নিজের শ্রবণশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে তখন সে হয়ত তোমার আওয়াজ শুনে জবাব দিবে, কিন্তু যখন সে দূর থেকে জবাব দিবে তুমি বধির হওয়ার কারণে তা শুনতে পাবে না। অতএব, যখন তোমার এবং তার মধ্যস্থতার পর্দা দূর হয়ে যাবে তখন তুমি নিশ্চিতভাবে তার আওয়াজ শুনতে পারবে। পৃথিবী সৃষ্টি অবধি একথা প্রমাণিত যে, তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। যদি এরূপ না হতো তাহলে সময়ের পরিক্রমায় এ বিষয়টি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত যে, তাঁর কোন অস্তিত্ব আছে। কাজেই, খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম এটিই যে, আমরা তাঁর আওয়াজ শুনছি; হয়তোবা দর্শনের মাধ্যমে নতুবা কথোপকথনের আলোকে (তাঁকে উপলব্ধি করছি)।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার কল্যাণ ও আশিস সম্পর্কে বলেন, **"দোয়া এরূপ এক জিনিস যা সব ধরনের বিপদাপদকে সহজ করে দেয়। দোয়ার কল্যাণে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ সহজ হয়ে যায়। লোকেরা দোয়ার মূল্য সম্পর্কে জানে না, তারা খুব দ্রুত বিষণ্ন হয়ে পড়ে এবং সাহস ও মনোবল হারিয়ে হতাশ হয়ে যায়। অথচ দোয়া এক প্রকার দৃঢ়তা এবং অবিচলতা দাবি করে। যখন মানুষ পূর্ণ**

উদ্যম ও সাহসের সাথে লেগে থাকে তখন একটি মন্দ স্বভাব কেন, বহু মন্দ স্বভাব আল্লাহ্ দূর করে দেন এবং তাকে খাঁটি মু'মিন বানিয়ে দেন, কিন্তু এর জন্যও খোদার কৃপা, নিষ্ঠা ও চেষ্টাসাধনার প্রয়োজন; আর যা দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "অনেক মানুষ দোয়াকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করে। অতএব, স্মরণ রাখা উচিত দোয়া এর নাম নয় যে, সাধারণভাবে নামায পড়ার পর হাত তুলে বসে পড়বে এবং যা ইচ্ছা তাই বকবক করবে। এরূপ দোয়ায় কোনো লাভ হয় না। কেননা, এরূপ দোয়া তো এক প্রকার তন্ত্রমন্ত্রের ন্যায়, এতে হৃদয়ের সংযোগ থাকে না এবং আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তিমত্তার প্রতি কোনো প্রকার বিশ্বাসও থাকে না।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, **"এটিও স্মরণ রাখো! সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, মানুষ যেন নিজেকে সকল প্রকার পাপ থেকে পবিত্র করার জন্য দোয়া করে। এই দোয়া সমস্ত দোয়ার মূল এবং কেন্দ্রবিন্দু। যখন এ দোয়া গৃহীত হয়ে যাবে এবং মানুষ সব ধরনের অপবিত্রতা ও নোংরামী থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তার অন্যান্য সকল দোয়া যা প্রয়োজনীয় চাহিদা সম্পর্কিত— সে বিষয়ে তাকে আর চাইতেও হবে না, বরং তা আপনাআপনিই গৃহীত হয়ে যাবে। এই দোয়া কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাসাধনার দাবি রাখে আর তা হলো, সে পাপসমূহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে এবং খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং পুণ্যবান আখ্যায়িত হবে।"**

হুযূর (আই.) পরিশেষে বলেন, কাজেই আমাদেরকে রমযানের এই দিনগুলোতে যখন আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হতে থাকে, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমে দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। এটিই আমাদের ইহজগত ও পরজগত সুসজ্জিত করার একমাত্র মাধ্যম। রমযানের শেষ দশক শুরু হতে যাচ্ছে- এ দিনগুলোতে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে রাতে জাগ্রত হয়ে খোদার সমীপে অবনত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা উচিত।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রমযানের দোয়ায় বিশেষভাবে জামাতে'র উন্নতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবন্দীদের দ্রুত মুক্তির জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। ইয়েমেনের কারাবন্দীদেরও জন্য দোয়া করুন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনিদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। তাদের ওপর অবিরাম অত্যাচার-নিপীড়ন চলছেই চলছে। আল্লাহ্ তা'লাই একমাত্র তাদেরকে অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন আর আমাদেরকেও এসব নির্যাতিতদের জন্য প্রাপ্য দোয়ার দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন, (আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)